FOR HONOURS STUDENT 4TH SEM ONLY

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 02

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE HONOURS

CLASS - B.A HONOURS 4TH SEMESTER [CBCS]
NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – ELECTORAL SYSTEM

PAPER – CC-8/C8T

UNIT-2 ELECTORAL SYSTEM

UNIT – 2 ELECTORAL SYSTEM

** Definition and procedures;

** Types of election system

1 . First past the post ,

2 . Proportional representation ,

3 . Mixed representation ,

SOURCE ;

1] ELECTORAL SYSTEMS –D . M . FARRELL

2] ELECTORAL SYSTEM DESIGN – ANDREW REYNOLDS

3] পৌরনীতি – H. S .C. PROGRAMME

4] ELECTION AND REPRESENTATION - NCERT

DEFINITION AND PROCEDURES

যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলে । নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সম্পাদিত সকল কর্মকাণ্ড নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আওতায় পড়ে । নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী সভা সমিতি , প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনের জন্য । বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের বিশাল আয়তন ও অধিক জনসংখ্যার জন্য জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না । তাই তারা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের উপর তাই তারা মোট ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে । নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিবর্গ জনসাধারণের পক্ষে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে সে কারণে গণতন্ত্র নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলীরগুরুত্ব অনেক বেশি।

যে পদ্ধতিতে জনসাধারণ প্রতিনিধি বাছাই করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসনকার্য অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে নির্বাচন বলা হয় । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং সরকার জনগণের চাহিদা অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের এবং রাজনৈতিক দলের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং সচেতনতা রাজনীতির বিকাশ ঘটায় । নির্বাচিত সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে । সর্বোপরি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

নির্বাচিত হতে ইচ্ছুক প্রার্থী প্রতি সমর্থন যাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থা কে ভোট বলা হয় । রাষ্ট্রের নাগরিক যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে তার মধ্যেই ভোটাধিকার অধিকার রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নাগরিক অধিকার হিসেবে লাভ করে । জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তখন তাকে ভোট দান বলা হয় । অর্থাৎ এইভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনী কার্যপ্রক্রিয়া কিম্বা কার্যপদ্ধতি পরিচালিত হয়ে থাকে।

Types of Election System

1 . First past the post , বা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি

ফার্স্ট পস্ট দ্য পোস্ট সিস্টেম, বা অন্যথায় সিম্পলমেজরিটি সিস্টেম হিসাবে পরিচিত, একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা যেখানে নির্বাচনে প্রার্থী সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত হন, একক সদস্যের নির্বাচনীএলাকায়। ফলাফল মনোনীত প্রার্থীর প্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে তৈরি হয়।এই পদ্ধতি একটি দল বা প্রার্থীই শুধু মাত্র বিজয়ী হতে পারে। একক বিজয়ী ব্যবস্থার মধ্যে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে যে প্রার্থীর ভোটারগণ একটি মাত্র পছন্দ নির্বাচন করতে পারেন এবং অনেক প্রার্থীর মধ্যে যে সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে সেই জয়ী হবেন। এক্ষেত্রে বিজয়ী প্রার্থী মোট ভোটের অধিকাংশের চেয়ে কম ভোটও পেতে পারেন। যেমন কোন এলাকায় তিনজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহন করলে ৩৫ শতাংশ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী বিজয়ী হতে পারেন, চারজন দাড়ালে ২৬ শতাংশ ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিও বিজয়ী হতে পারেন। এটি বলা যায় সব চেয়ে জনপ্রিয় নির্বাচন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধর্তিতে ভোট হয়।এই পদ্ধতির নির্বাচনের আরেকটা বড় দুর্বলতা সমাজের সব শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হওয়া। যখন সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীই বিজয়ী হন এবং বাকিরা সবাই গৌণ—তখন বিজয়ী হওয়ার জন্য সব ধরনের কায়দা-কানুন, অনিয়ম ও অরাজকতা চলে। যখন ব্যক্তির জয়ই এখানে মুখ্য, তখন সমাজের পিছিয়ে পড়া বা প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয় না। এই পদ্ধতিতে এমন সুযোগও আছে যে, কোনও দলের তাদের সামগ্রিক ভোটের সংখ্যা বা পপুলার ভোট পরাজিত দলের চেয়ে কম হলেও বেশি আসনে জয়ী হওয়ায় তারা সরকার গঠন করতে পারে।যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ভারতের মতো দেশগুলি এটি অনুসরণ করে।

2 . Proportional Representation , বা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটাধিকারের সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা যদি মোট ভোটারের এক-তৃতীয়াংশসংখ্যা হয় তাহলে মোট প্রতিনিধি এক তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু প্রতিনিধি আসন পাবে। জার্মানি বেলজিয়াম নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার এই অনুপাতে ভোটগ্রহণ করা হয়।

এই পএই পদ্ধতিতে ব্যক্তি নয়, বরং দলকে নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। সারা দেশের গণনায় একটি দল যে সংখ্যক ভোট পায়, আনুপাতিক হারে সংসদে সে সেই পরিমাণ আসন পায়। এটা ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি ভোটই মূল্যায়ন করা হয় এবং যে দল কম ভোট পায়, সংসদে তাদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে।

সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে প্রতিটি দলই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে একটি প্রার্থী তালিকা নির্বাচন কমিশনে দেয় এবং তালিকাটি গোপন রাখা হয়। প্রতিটি দল যে পরিমাণ ভোট দ্ধতিতে ভোটাররা ভোট দেন দলকে, কোনও ব্যক্তিকে নয়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের রাজনীতি যেহেতু ব্যবসায়ী তথা ‘পয়সাওয়ালা’ এবং ‘পেশিশক্তিওয়ালাদের’ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; ফলে তারা এরকম একটি অধিকতর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেতে চায় না। কারণ, আনুপাতিক হারে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করতে গেলে সংসদে ছোট বড় মাঝারি সব দলেরই সদস্য থাকবে। এতে অনেক শক্তিমান প্রার্থী বাদ পড়বেন। তখন নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ হবে। ব্যক্তির চেহারা দেখে মানুষ যেহেতু ভোট দেবে না—ফলে অযোগ্য লোকের পক্ষে শুধু টাকা আর পেশিশক্তি দিয়ে ভোটে জয়ী হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

বিদ্যমান এফপিটিপি পদ্ধতিতে ভোট হওয়ায় দলগুলো প্রতিটি আসনে এমন সব প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়, যাদের নির্বাচিত হয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি; সেটি যেভাবেই হোক। এ কারণে বেছে বেছে শক্তিশালী প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়। দলে এবং কমিউনিটিতে কার গ্রহণযোগ্যতাকতটুকু, জনগণের সঙ্গে কার যোগাযোগ বেশি, কার শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি কেমন—এসব বিবেচনায় আসে না। বরং যিনি যে করেই হোক নির্বাচনি বৈতরণী পার হয়ে আসতে পারবেন বলে দল মনে করে, তাকেই মনোনয়ন দেওয়া হয় বলেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।

তুলনা করার জন্য বেস	প্রথম পোস্ট গত	আনুপাতক উপস্থাপন
অর্থ	ফার্স্ট পাস্ট পোস্টটি একটি ভোটদানের ব্যবস্থা, যেখানে লোকেরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয় এবং যেটি সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট লাভ করে getting	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব একটি নির্বাচনী যন্ত্র, যেখানে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের ভোট প্রাপ্ত সংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করা হয়।
নির্বাচনক্ষেত্র	পুরো দেশটি বিভিন্ন ভৌগলিক ইউনিট, অর্থাৎ নির্বাচনীএলাকায় বিভক্ত।	বিশাল ভৌগলিক অঞ্চলগুলিকে নির্বাচনকেন্দ্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।
প্রতিনিধি	প্রতিটি আসন থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।	এক আসনে এক বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবেন।
ভোটিং	প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়াহয়।	দলের পক্ষে ভোট পড়েছে।
আসন	ভোট প্রাপ্ত আসনগুলির সমান বা নাও হতে পারে।	ভোটের অনুপাত অনুসারে একটি দল আসন পায়।
সংখ্যাগুরু	বিজয়ী প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট নাও পেতে পারেন।	বিজয়ী প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান।
দায়িত্ব	বিদ্যমান	এটির অস্তিত্ব নেই

আইডিয়াস সংঘর্ষ	বিরাজ করে না	প্রবল হতে পারে

যেহেতু এই পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে এক ভোট বেশি পেলেও তিনি জয়ী—সুতরাং এই একটি ভোট বেশি পাওয়ার জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন এবং নানারকম অপশক্তি প্রয়োগ করেন। মূলত এ কারণেই দেশের রাজনীতিও টু পার্টি পলিটিক্সে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনে মানুষের ভাবনায় শুধুই নৌকা আর ধানের শীষ। কিন্তু আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট হলে এই 'অসুস্থ' প্রতিযোগিতা কমে আসবে। ব্যক্তির বদলে মানুষ যখন দলকে ভোট দেবে,তখন স্থানীয় পর্যায়ে হানাহানি বন্ধ হবে। যে দল ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পাবে, তারা যেমন সংসদে থাকবে, তেমনি ১০ শতাংশ ভোট পেলে সেই দলেরও প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অর্থাৎ সংসদ হয়ে উঠবে সর্বদলীয়। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনি ব্যবস্থায় আমাদের সংসদ মূলত একদলীয় এবং কখনও-সখনও শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলেও অধিকাংশ দলই থাকে সংসদের বাইরে। অথচ তাদেরও কমবেশি ভোট আছে। সুতরাং যে অল্প সংখ্যক মানুষও ওই দলগুলোকে ভোট দিয়েছে, সেই ভোটারদের মতামতের কোনও মূল্যই বিদ্যমান ব্যবস্থায় নেই।

ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্টটি একটি ভোটদানের পদ্ধতি, যেখানে একটি নির্বাচনী এলাকার নাগরিকরা সেই প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়, যাদের তারা সংসদে প্রতিনিধিত্ব করতে চান। অন্যদিকে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হ'ল নির্বাচনের পদ্ধতি যেখানে জনগণ সরাসরি একটি রাজনৈতিক দলের কাছে ভোট দেয়।

সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার অনুসারে দেশের সমস্ত নাগরিক, যারা ১৮ বছর বয়স অর্জন করেছেন তারা ভোট দিতে পারবেন এবং সরকার গঠনে অংশ নিতে পারবেন। এই উপায়ে জনগণ তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে এগিয়ে পাঠাতে পারে, যারা তাদের আগ্রহ রক্ষার জন্য কাজ করে। প্রথম অতীতে পোস্ট এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা হ'ল দুটি ভোটদান ব্যবস্থা যা সাধারণত সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নিযুক্ত হয়।

প্রথম অতীত পোস্ট (এফপিটিপি) এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মধ্যে মূল পার্থক্য

পোস্টের অতীত এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে পার্থক্যটি নীচে দেওয়াপয়েন্টগুলিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

1. ফার্স্ট পস্ট দ্য পোস্ট (এফপিটিপি) সিস্টেমটি, ভোটদানের পদ্ধতি হিসাবে বোঝা যায় যে কোনও নির্বাচনের নাগরিকরা কোনও প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রাপ্ত নির্বাচনে বিজয়ীহয়। বিপরীতে, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (জনসংযোগ) একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা যেখানে নাগরিকরা রাজনৈতিক দলগুলিতে তাদের ভোট দেয় এবং দলগুলির কাছে তাদের ভোটদানের শক্তি অনুযায়ী আসন বরাদ্দ করা হয়।
2. প্রথম অতীতে পোস্ট সিস্টেমটিতে পুরো দেশটি বিভিন্ন ছোট ছোটভৌগলিক অঞ্চল, অর্থাৎ নির্বাচনীএলাকায় বিভক্ত ছিল। বিপরীতে, আনুপাতিক উপস্থাপনা, বৃহতভৌগলিকইউনিটগুলিনির্বাচনী অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
3. প্রথম অতীতে পোস্ট পদ্ধতিতে, প্রতিটি আসন থেকে একজন করে প্রার্থী নির্বাচিত হন। সমানুপাতিকপ্রতিনিধিত্বের বিপরীতে, যেখানে নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক প্রার্থী বাছাই করা যায়।
4. পোস্ট সিস্টেমের আগে, নাগরিকরা তাদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়। বিপরীতে, নির্বাচনী এলাকার নাগরিকরা রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোট দেয়।
5. এফপিটিপি পদ্ধতিতে, রাজনৈতিক দলকে বরাদ্দকৃত মোট আসনগুলি ভোটের সমান বা নাও হতে পারে। বিরোধী হিসাবে, পিআর পদ্ধতিতে দলটি তাদের ভোটকৃত ভোটের অনুপাতে আসন পেয়েছে।
6. পোস্ট সিস্টেমের আগে অতীতে জবাবদিহিতা বিদ্যমান থাকে, কারণ লোকে যে প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিল তা তারা চেনে এবং যদি সে সে তাদের সেবা না করে বা তাদের উন্নতির জন্য কাজ না করে তবে তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে

পারে। বিপরীতে, জবাবদিহিতা অনুপস্থিত, এই অর্থে যে লোকেরা কোনও দলের পক্ষে তাদের ভোট দিয়েছে, প্রার্থীর পক্ষে নয়।

7. প্রথম অতীতে পোস্ট ব্যবস্থায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বিজয়ীপ্রার্থীর দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে বা নাও হতে পারে, যেখানে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে, নির্বাচনে প্রার্থী প্রার্থীসংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পায়।
8. আনুপাতিক উপস্থাপনায়, সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি সংসদে নির্বাচিত হয়, যা সংসদে অনেক রাজনৈতিক দলের কারণে ধারণাগুলির দ্বিমত পোষণ করে। বিপরীতে, প্রথম অতীতে, প্রার্থীরা সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত নির্বাচনে জয়লাভ করে, এবং রাজনৈতিক দলটি সংসদে আসন লাভ করে এবং তাই, কোনও ধারণার দ্বন্দ্ব নেই।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে প্রার্থীসমূহ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ওইসব দেশে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রধানত ওই ধরনের দুটি বৃহৎ দল বা তাদের নেতৃত্বাধীন গঠিত দুটি জোটের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে ওই ধরনের দুই জোটের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র দলসমূহ প্রায় ক্ষেত্রেই জোটে নেতৃত্বদানকারী দলের নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করে থাকে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে, প্রোপরশনালরিপ্রেজেনটেশনভোটিং সিস্টেম নামে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতির দুর্বলতাসমূহবহুলাংশেদূরীভূত হয়। তবে এ পদ্ধতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়। কোয়ালিশন সরকার অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়। আবার কোয়ালিশন সরকারের জবাবদিহিতা সাধারণত উন্নততর হয়।

এসব কারণে পশ্চিমা দেশসমূহ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিদিন অধিক সংখ্যায় অনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) ভোটিং পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছে। পশ্চিম ইউরোপের ২৮টি দেশের মধ্যে ২১টি দেশে বর্তমানে এ নতুন পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণে সব নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় একসঙ্গে। দেশের সব ভোটারব্যালটের মাধ্যমে তার পছন্দের দলকে সমর্থন জানান। যে দল দেশব্যাপী মোট গৃহীত ভোটের যত শতাংশ সমর্থন লাভ করবে মোট আসনের তত শতাংশ আসনে সে দলীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। দলসমূহ গুরুত্বের ক্রম অনুসারে সব আসনের জন্য তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের নামের তালিকা আগেই প্রকাশ করবে। গৃহীত সমর্থনের অনুপাতে দলসমূহ হতে ক্রম অনুসারে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা লভ্য আসন সংখ্যা পূরণ করতে হবে। ৩০০ আসনের পার্লামেন্টে যদি কোনো দল দেশব্যাপী সংগৃহীত মোট ভোটের ৫০% লাভ করে তবে ৩০০ আসনের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ১৫০টি আসনে জয়লাভ করেছেন বলে ধরা হবে। একক পার্লামেন্ট নির্বাচনে ২০% সমর্থন যে দল লাভ করবে তারা ৬০টি আসনে বিজয়ী হিসেবে গণ্য হবেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে যারা কাজ করেন তারা আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব (পিআর) অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। তবে প্রধানত তিন ধরনের পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন— (১) পার্টি লিস্ট (২) মিক্সড মেম্বার, (৩) সিঙ্গেলট্রান্সফারেবল ভোট।

পার্টি লিস্ট টাইপ পিআরভোটিং পদ্ধতি সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক দল মোট আসন সংখ্যার সমপরিমাণপ্রার্থীদের তালিকা দেবেন। নির্দলীয়প্রার্থীরাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলসমূহের সঙ্গে নির্দলীয়প্রার্থীদের নাম ব্যালটেএমনভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে তারা নিজেরাই তাদের দল।

পার্টি লিস্ট পদ্ধতি আবার দুই প্রকার, 'কোজড লিস্ট' এবং 'ওপেন লিস্ট'। এখানে দল যে প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করবে দল সে তালিকায় কোন প্রার্থীর অবস্থান কোথায় হবে তাও সুনির্দিষ্ট করে দেবে। ভোটাররা তাদের পছন্দের দল/নির্দলীয়প্রার্থীর অনুকূলে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করবেন। সব দল মোট প্রদত্ত ভোটের যত ভাগ লাভ করবে, সে অনুপাতে পার্লামেন্টে আসন দেওয়া হবে। দল কর্তৃক প্রদত্ত তালিকার মধ্য হতে ক্রম অনুসারে প্রার্থীদের দ্বারা বিজয়ী আসনসমূহ পূর্ণ করা হবে। কোজড লিস্ট পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের অবস্থানের ক্রম পরিবর্তনে ও সে কারণে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভোটারদেরকোনো ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। ওপেন লিস্ট পদ্ধতির পিআরভোটিং শুধু কোনো দলের আনুপাতিক অবস্থানই নয়, তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের ক্রম অনুসারে অবস্থান, ভোটারদের ভোটে নির্ধারিত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দলসমূহের এবং নির্দলীয়প্রার্থীসমূহের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আসন বণ্টনের জন্য বিভিন্ন ফর্মুলা ব্যবহার করা হয়। সবচেয়ে সহজতর ও বহুল ব্যবহৃত ফর্মুলার নাম 'লারজেস্টরিমেইন্ডারফর্মুলা' যা বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় বৃহত্তম অবশিষ্ট ভিত্তিক নির্ণয় ফর্মুলা।

মিক্সড মেম্বার প্রোপরশনাল রিপ্রেজেনটেশনবস্তুতপ্লুরালিটিমেজরিটি ও প্রোপরশনালভোটিং সংমিশ্রণ এ সৃষ্ট একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়াটিকে 'জার্মান সিস্টেম' নামেও অভিহিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভৌগোলিকভাবে, নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব ও নৈকটত্ব যেমন গুরুত্ব পায়, একইভাবেপিআরভোটিংয়ের বহুমাত্রিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

এ পদ্ধতিতে দুই অংশবিশিষ্টব্যালট ব্যবহার করা হয়। ভোটাররা একটি অংশে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেন। সাধারণত মোট আসনের অর্ধেক সংখ্যার জন্য এভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অন্য অংশে ভোটাররা তাদের পছন্দের দলের পক্ষে ভোট দেন। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলোর মধ্যে দেশব্যাপী মোট আসনের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। পিআর ভোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা পূর্ণ করার জন্য যে দল এলাকাভিত্তিক যতগুলো আসন পেয়েছে তার সঙ্গে ওই দলের পার্টি লিস্ট থেকে ক্রম অনুযায়ী দলীয় প্রার্থীদের জন্য আসন বণ্টন করা হয়।

সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট সিস্টেম (এসটিভি)-কে চয়েসভোটিংও বলা হয়। সব প্রার্থীর নাম ব্যালটের একই স্থানে লিপিবদ্ধ থাকবে। ভোটাররা যে কোনো একজনকে ভোট না দিয়ে সব প্রার্থীর স্থলে পছন্দের ক্রম জানাবেন। 'ট্রান্সফারেবল' (বদলিযোগ্য) অর্থাৎ ভোটসমূহ এক প্রার্থী থেকে আর এক প্রার্থীর কাছে পছন্দের ক্রম অনুসারে দরকার মতো স্থান পরিবর্তন করতে পারবে। আসন বণ্টন প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল। তবুও ব্যবহার করা হয় অনেক স্থানে। কারণ এসটিভি পদ্ধতি সবচেয়ে সঠিক আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ও এতে নষ্ট ভোটের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

3 . Mixed representation , বা মিশ্র প্রতিনিধিত্ব

মিক্সড মেম্বার প্রোপরশনাল রিপ্রেজেনটেশন বস্তুত প্লুরালিটি মেজরিটি ও প্রোপরশনাল ভোটিং সংমিশ্রণ এ সৃষ্ট একটি পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়াটিকে 'জার্মান সিস্টেম' নামেও অভিহিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভৌগোলিকভাবে, নির্বাচনী

এলাকার প্রতিনিধিত্ব ও নৈকটত্ব যেমন গুরুত্ব পায়, একইভাবে পি আর ভোটিংয়ের বহুমাত্রিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।
এ পদ্ধতিতে দুই অংশবিশিষ্ট ব্যালট ব্যবহার করা হয়। ভোটাররা একটি অংশে এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেন। সাধারণত মোট আসনের অর্ধেক সংখ্যার জন্য এভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অন্য অংশে ভোটাররা তাদের পছন্দের দলের পক্ষে ভোট দেন। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলোর মধ্যে দেশব্যাপী মোট আসনের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। পি আর ভোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা পূর্ণ করার জন্য যে দল এলাকাভিত্তিক যতগুলো আসন পেয়েছে তার সঙ্গে ওই দলের পার্টি লিস্ট থেকে ক্রম অনুযায়ী দলীয় প্রার্থীদের জন্য আসন বণ্টন করা হয়।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যেওয়েস্টমিন্সটারঘরাণারদিকক্ষীয় শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। বৃটেনের পার্লামেন্টের আপার হাউস বা উচ্চকক্ষকে বলা হয় হাউস অফ লর্ডস বা লর্ডস সভা এবং লোয়ার হাউস বা নিম্নকক্ষ যাকে বলা হয় হাউস অফ কমন্স বা কমন্স সভা। হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত হয় সাধারণ ভোটারদের ভোটে। শুধু তাই নয়, দেশের বৃহত্তর নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটারদের বেশ প্রভাব পড়ে। এই নির্বাচনে যারা বিজয়ী হন, তারা হন কমন্স সভার সদস্য বা এমপি এবং এদের সদস্য পদের মেয়াদ থাকে পাচ বছর। পার্লামেন্টে নিম্নকক্ষেএরাই হন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এমপিদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা। অন্যদিকে উচ্চকক্ষেলর্ডরা সদস্য হন তাদের বংশগত যোগ্যতায় অথবা সরকারের মনোনয়নে। এদের সদস্য পদের মেয়াদ থাকে আজীবন অথবা স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া পর্যন্ত। নিম্নকক্ষ কর্তৃক পাস হওয়া কোনো বিল পর্যালোচনা করা এবং সেটা পুনর্বিবেচনার জন্য আবার নিম্নকক্ষে ফেরত পাঠানো ছাড়া আর বিশেষ কোনো ক্ষমতা উচ্চকক্ষ সদস্যদের বা লর্ডদের নেই। তাই যারা রাজনীতি করতে চান এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দেশ পরিচালনা করতে চান তারা হাউস অফ কমন্স বা নিম্নকক্ষের সদস্য হতে চান। যুক্তরাজ্যে নির্বাচনের সময় বিগত সরকার ক্ষমতায় থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেল পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী কলেজের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ফেডারেল বিধানসভা, কংগ্রেস, সমস্ত সদস্যদের সরাসরি নির্বাচিত হয়। রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে অনেক নির্বাচিত অফিস রয়েছে, প্রতিটি রাজ্য অন্তত একটি নির্বাচিত গভর্নর এবং আইনসভা আছে। স্থানীয় পর্যায়ে, কাউন্সিল, শহর, শহর, শহরশাসন, বোরো এবং গ্রামগুলিতে নির্বাচিত অফিস রয়েছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞানী জেনিফারলাহলেসের এক গবেষণায়, ২০১২ সালের

মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫,১৯,৬৪২ জন নির্বাচিত কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির একটি সরকার ব্যবস্থা রয়েছে, যার অর্থ নির্বাহী ও আইনসভাপৃথকভাবে নির্বাচিত হয়। আর্টিকেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির জন্য যে কোনও নির্বাচন অবশ্যই সারা দেশ জুড়ে একদিনে অনুষ্ঠিত হবে; কংগ্রেসের অফিসের জন্য নির্বাচন বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে। কংগ্রেসিয়াল এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতি চার বছরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যবর্তীকংগ্রেসীয় নির্বাচনে প্রতি দুই বছর অনুষ্ঠিত হয়। সিনেটে ১০০ সদস্য এবং হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের ৪৩৫ সদস্য নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসকমপক্ষে ২৫ বছর বয়সী, কমপক্ষে সাত বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া উচিত এবং তারা যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে তার (আইনী) বাসিন্দা হতে হবে। সেনেটরকমপক্ষে নয় বছর ধরে অন্তত ৩০ বছর বয়সী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে এবং তারা যে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে তার (আইনী) বাসিন্দা হতে হবে। রাষ্ট্রপতি অন্তত ৩৫ বছর বয়সী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রাকৃতিক জন্মগ্রহণকারী নাগরিক এবং অন্তত ১৪ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী হতে হবে। ব্যালট পেপারে উপস্থিত প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদের দায়িত্ব, যদিও ব্যালটটিতেপৌঁছানোর জন্য, প্রার্থী প্রায়ই আইনত সংজ্ঞায়িত সংখ্যার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে।

নির্বাচনী দিনে পোলিং স্টেশনগুলিতে ভোট দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ভোটার অনুপস্থিতি ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন।

ভারত

ভারতের শাসনব্যবস্থাযুক্তরাষ্ট্রীয়। কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে আলাদা আলাদাআইনসভারয়েছে। কেন্দ্রের আইনসভার নাম সংসদ। ভারতীয় সংসদ দুই কক্ষবিশিষ্ট লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভায় রয়েছে ৫৪৩টি আসন। সর্বজনীনপ্রাপ্তবয়স্কভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনগণ এই ৫৪৩টি আসনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন হয়। রাজ্যসভারসদস্যসংখ্যা ২৪৫। এঁদের মধ্যে ২৩৩ জনকে নির্বাচিত করেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইনসভার সদস্যরা। রাজ্যসভার সদস্যদের মেয়াদ ছ' বছর। প্রতি দু' বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন। রাজ্যসভার বাকি ১২ জন সদস্যকে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মনোনয়ন করা হয়। কোনও কোনও রাজ্যের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট, নাম বিধানসভা। কোনও কোনও রাজ্যের আইনসভায়দু'টি কক্ষ রয়েছে বিধানসভা ও বিধান পরিষদ। রাজধানী দিল্লিতে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা রয়েছে। বিধানসভার সদস্যরা সর্বজনীনপ্রাপ্তবয়স্কভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। এবং বিধান পরিষদের সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যদের মতো পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন। ভারতে নির্বাচনের সময় বিগত সরকার ক্ষমতায় থাকেন। এ ছাড়াও রাজ্যগুলিতে স্থানীয় প্রশাসন তথা পুরসভা ও পঞ্চায়তের প্রতিনিধিরাও জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন।

শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার রাজনীতি একটি রাষ্ট্রপতিশাসিতপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কাঠামোয়সংঘটিতহয়। রাষ্ট্রপতি হলেন একাধারে রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকার প্রধান। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকার এবং আইনসভাউভয়ের উপর ন্যস্ত। দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সংসদ নির্বাচন কিছুটা জটিল। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী শ্রীলঙ্কার মোট সংসদীয় আসন সংখ্যা ২২৫টি। এর মধ্যে ১৯৬টি আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় এবং বাকি ২৯টি আসনে নির্বাচন হয় আনুপাতিক হারে। এই ২৯ সংসদ সদস্যের পদকে বলা হয় ন্যাশনালিস্ট। একজন ভোটারব্যালটে প্রথমে একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবেন। তারপর ভোটার সেই পার্টির সর্বোচ্চ তিনজনকে ভোট দিতে পারবেন। ভোটাররা যখন ভোট দেবেন তখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে কোনো তিনজনকে ভোট দিতে পারবেন। এটাকে বলা হয় প্রিফারেন্সিয়াল ভোট। আবার ইচ্ছে করলে সিঙ্গেল ভোটও দিতে পারবেন। প্রথমে এক পার্টিকে ভোট দিয়ে পরে অন্য পার্টির মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিলে সেই ভোট বাতিল হয়ে যাবে। এ ছাড়া মূল নির্বাচনের আগে ছিল পোস্টাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা। প্রতিটি জেলার সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই পোস্টাল ভোটে অংশ নেন ভোট গ্রহণের কয়েক দিন আগে। সেখানে মোট ১৩টি নির্বাচনী এলাকা থেকে ১২ জন নির্বাচিত হবেন। এক একটি রাজনৈতিক দল ১২টি সংসদ সদস্য পদের জন্য ১৫ প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়। এই নির্বাচনে বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সুযোগ নেই। স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে হলে সব স্বতন্ত্র প্রার্থীকে একটি প্লাটফর্মে এসে তাদের প্রার্থিতা ঘোষণা করতে হবে এবং সে মোতাবেক নির্বাচন কমিশন তাদের স্বতন্ত্র প্রার্থীর জোট হিসেবে ঘোষণা দেবে।

নেপাল

২০০৮ সালের মে মাস পর্যন্ত নেপাল একটি সাংবিধানিকরাজতন্ত্র ছিল। ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ঐ মাসের ২৮ তারিখে নেপালের আইনসভা সংবিধানে সংশোধন আনে এবং নেপালকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে নেপালের রাজনীতি একটি বহুদলীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামোতে সংঘটিতহয়। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। সরকারের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত। আইনসভার উপর আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত। দেশটি ইউরোপের জার্মানিসহ অনেক দেশে যে আনুপাতিক ব্যবস্থা রয়েছে তার সাথে ব্রিটিশ পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি মিশ্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করেছে, যাকে একটি অনন্য পদ্ধতি বলা যায়। এই ব্যবস্থা অনুসারে নেপালে ২৭৫ আসনবিশিষ্ট সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে (১৬৫) ব্রিটিশ পদ্ধতি বা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন হয়, যেখানে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ আসনে (১১০) দলের পক্ষে যে ভোট পড়েছে, তার ভিত্তিতে আগে জমা দেয়া তালিকা থেকে ক্রমানুসারে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। তুরস্ক,

জার্মানিসহ কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে দলের প্রাপ্ত ভোটের বিপরীতে দেয়া তালিকা থেকে পার্লামেন্টে আসন বরাদ্দ দেয়া হয়। আসন প্রাপ্তির জন্য দলের ন্যূনতম ভোট প্রাপ্তির সীমারেখা দেয়া আছে। তুরস্কে এই সংখ্যা হলো ১০ শতাংশ। নেপালে প্রত্যক্ষ ভোট আর আনুপাতিক ব্যবস্থার সমন্বয় করা হয়েছে। সেখানে আনুপাতিক ব্যবস্থায় আসন প্রাপ্তির ন্যূনতম ভোট প্রাপ্তির শর্ত ঠিক করা হয়েছে ৩ শতাংশ।

ভুটান

ভূটান হল একটি রাজতন্ত্র বিশিষ্ট দেশ। এখানে বর্তমানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান। ভূটানে অতীতে একটি পরম রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি সাংবিধানিকরাজতন্ত্র। ভূটানের রাজা, যার উপাধি ড্রাগন রাজা, হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্য পরিচালনা করে। সরকার ও জাতীয় সংসদ উভয়ের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত। এছাড়াও যে খেনপোউপাধিবিশিষ্ট দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা রাজার সবচেয়ে কাছের পরামর্শদাতার একজন। ২০০৭ সালে একটি রাজকীয়আদেশবলে রাজনৈতিক দল নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়াহয়। ২০০৮ সালে ভুটানের রাজা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেন। ভুটানে বইতে শুরু করে গণতন্ত্রের সুবাতাস। তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বিগত ১০ বছরে দেশটিতে গণতন্ত্র বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভুটানের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ – একটি উচ্চকক্ষ, ন্যাশনাল কাউন্সিল বা জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষের জাতীয় পরিষদ নিয়ে গঠিত। উচ্চকক্ষ ২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত: ২০ জন সদস্য আসে প্রতিটি জেলা থেকে নির্কাচিত হয়ে এবং ৫ জন কে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী রাজা দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। জাতীয় পরিষদে বছরে অন্তত দুবার সম্মেলন হয়। সদস্যদের সংখ্যা থেকে একজন চেয়ারপারসন ও ডেপুটি চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হয়। সদস্যদের এবং জাতীয় পরিষদের প্রার্থীরা রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। নিম্নকক্ষ গঠিত হয় সর্বোচ্চ ৫৫ জন সদস্যকে নিয়ে। যাদের কে সরাসরি প্রতিটি জেলা থেকে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্বাচিত করা হয়। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের এই ব্যবস্থায় প্রতিটি আসনের নির্বাচকমণ্ডলী জাতীয় সমাবেশের একজন সদস্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়; ২০টি জেলার প্রতিটির জন্য ২-৭ জন সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা আবশ্যক। জাতীয় সংসদের আসনবিন্যাস প্রতি ১০ বছরে বন্টিতহয়। জাতীয় সমাবেশে বছরে অন্তত দুবার সম্মেলন হয় এবং তার সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়। সদস্য ও প্রার্থীদের রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্তি রাখার অনুমতি দেওয়াহয়। কিংডম অব ভুটানের সংবিধান মোতাবেক দেশে দুই দফা নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথম দফায় সব অংশগ্রহণকারী দলকে ভোটাররা ভোট প্রদান করে।এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুটি দল দ্বিতীয় দফা বা চূড়ান্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এতে বিজয়ী দলটি সরকার গঠন করে।